যুগান্তর

তারিখ ..20 JAN 2015...
পৃষ্ঠা ...১৭... কলাম ...৫...

বক্তব্য রাখছেন প্রিমিয়ার ব্যাংকের চেয়ারম্যান ডা. এইচবিএম ইকবাল

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

আরও প্রায় চারশ' জনকে নিয়োগে রুল জারি

যুগান্তর রিপোর্ট

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্যানেলের আরও প্রায় চারশ' জনকে নিয়োগের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। পৃথক পাঁচটি রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি কাজী মো. ইজারুল হক আকন্দের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ থেকে এ রুল জারি করা হয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্টদেরকে চার সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। চারটি রিটের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া এবং একটি রিটের পক্ষে ছিলেন ফাহিমা বারিন ও খান মো. ইলিয়াস সাদিক। এছাড়া রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমাতুল করিম।

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০০৯ সালে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। এরপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে নিয়োগের জন্য ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়। নিয়োগের জন্য মোট উত্তীর্ণ হন ৪২ হাজার ৬১১ জন। উত্তীর্ণদেরকে পাঁচ বছরের মধ্যে মেধা তালিকার ক্রমানুসারে নিয়োগ দেয়ার কথা। কিন্তু মেধা তালিকা অনুসরণ না করেই ১০ হাজারের মতো নিয়োগ দেয়ার পর সরকার নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। এর ফলে মেধা তালিকার প্রথমে থাকা অনেকেই এই নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হন। আইনজীবী ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া জানান, নিয়োগের জন্য নির্দেশনা চেয়ে প্যানেলভুক্ত ভোলা জেলার নাজিয়া, নীলফামারী জেলার ইমাম জায়েদ, খুলনা জেলার অপরেশ কুমার রায়, বরিশাল জেলার ফাতেমা, বাগেরহাটে জেলার তরুণ কুমার রায়সহ বিভিন্ন জেলার ২৫০ জন হাইকোর্টে পৃথক চারটি রিট করেন। সোমবার ৭৪ জনের একটি এবং গত সপ্তাহে বাকি তিনটি রিটের ওপর শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট এসব রুল জারি করেন। এছাড়া পিরোজপুর জেলার জয়নব আক্তারসহ ১৪৩ জন বাদী হয়ে আরও একটি রিট দায়ের করেন। সোমবার এ রিটের শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুল জারি করেন। জানান আইনজীবী বিএম ইলিয়াস। এর আগে গত ১৫ ডিসেম্বর একই বেঞ্চ পৃথক তিনটি রিটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে ২৬৮ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেন।